কলকাতা হাইকোর্ট

(সাংবিধানিক রিট এখতিয়ার**)**

আপীল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি পার্থ সারথি চ্যাটার্জি

২০২২ সালের ডব্লিউ. পি. এ ১৬৩৪২

পবিত্র কুমার দত্ত এবং অন্যান্যরা

-বনাম -

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্যরা

আবেদনকারীর জন্যঃ	শ্রী দেবায়ন বেরা,
	শ্রী শক্তি প্রসাদ চক্রবর্তী।
রাজ্যের জন্যঃ	শ্রী চন্ডী চরণ দে,
	শ্রী অনির্বাণ সরকার।
শুনানিঃ	০৮.০৯.২০২৩
বিচারঃ	**০১.১২.২০২৩**

বিচারপতি পার্থ সারথি চ্যাটার্জিঃ-

প্রস্তাবনা:

১. এই রিট আবেদনের মাধ্যমে আবেদনকারী মোজা-নটাগড়ের ৬.২৫ একর জমির ক্ষতিপূরণের মূল্যায়ন বাতিল করার জন্য প্রার্থনা করেছেন, যে.এল.নং. ১৫, পি. এস.-খারধা (এখন, পি.এস.-ঘোলা), জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা

জমি উন্নয়ন ও পরিকল্পনা আইন, ১৯৪৮ (সংক্ষেপে, ১৯৪৮ সালের আইন)-এর পরিপ্রেক্ষিতে মামলা নং ১-এর এলডি-৫ এবং জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও পুনর্বাসনে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ ও স্বচ্ছতার অধিকার আইন, ২০১৩ (সংক্ষেপে, ২০১৩ সালের আইন)-এর পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট উত্তরদাতাদের এই ধরনের মূল্যায়ন করার নির্দেশ।

আবেদনকারীদের মামলাঃ

২. এই মামলার একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। তবে, রিট আবেদনে উত্থাপিত তথ্যের সংকলিত রূপ হল যে, সুজয় কৃষ্ণ এবং বিজয় কৃষ্ণ দত্ত তৎকালীন জেলা-২৪ পরগনা, বর্তমানে উত্তর ২৪ পরগনা (এখন থেকে বিষয় জমি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর মৌজা- নাটগড়, জে.এল. নং ১৫, শিট নং ৪ (মানচিত্র), আর.এস. নং ১০৯, পি.এস.-ঘোলা (পূর্বে পি.এস.-খড়দহ নামে পরিচিত) সম্পর্কিত কিছু জমির প্লটের (রিট আবেদনের অনুচ্ছেদ-২-এ উল্লেখিত) মালিক ছিলেন। উত্তরাধিকারের দিক থেকে, আবেদনকারী নং ১ থেকে ৮ যৌথভাবে আট আনা অংশের (১/২ অংশ) মালিক হন যেখানে আবেদনকারী নং ৯ উত্তরাধিকারসূত্রে চার আনা অংশ (১/৪ অংশ) এবং উইল অনুসারে, আবেদনকারী নং ১০ এবং ১১ যৌথভাবে বিষয় জমির ১/৪ অংশের মালিক হন।

৩. ১৯৪৮-৪৯ সালে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শরণার্থী পুনর্বাসন অধিদপ্তর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) থেকে আসা অসংখ্য শরণার্থীকে তৎকালীন জেলা-২৪ পরগনা (বর্তমানে উত্তর ২৪ পরগনা) এর তৎকালীন থানা-খড়দহ (বর্তমানে থানা-ঘোলা) এর অন্তর্গত নাটাগড়, সোদপুর এবং ঘোলা মৌজায় অবস্থিত আবেদনকারীদের জমি সহ বেশ কয়েকটি জমির একটি বিশাল অংশ দখল করার অনুমতি দেয়। পরবর্তীতে, সেই জমিগুলি শরণার্থীদের কাছে বন্দোবস্ত করা হয়।

৪. ১৯৪৯ সালে, মামলা নং LD-5/1949-50 নামে একটি জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম শুরু করা হয় এবং এর সাথে সম্পর্কিত ১৯৪৮ সালের আইনের ধারা ৪ এর অধীনে একটি বিজ্ঞপ্তি এবং ৩ এপ্রিল, ১৯৫০ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং ৩৫৬৪L দেব যথাক্রমে ৮ মার্চ, ১৯৪৯ এবং ৬ এপ্রিল, ১৯৫০ তারিখে কলকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়। ৩ এপ্রিল, ১৯৫০ তারিখের ঘোষণাপত্র থেকে স্পষ্ট যে বিষয়ভিত্তিক জমি সহ উপরোক্ত তিনটি মৌজার বিভিন্ন প্লট নিয়ে গঠিত ৩২৯.৪৩ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। কিছু জমি অধিগ্রহণের জন্য মামলা নং LD-46/1954-55 নামে আরেকটি অধিগ্রহণ কার্যক্রমও শুরু করা হয়েছিল এবং এই মামলার সাথে সম্পর্কিত, ১৯৪৮ সালের আইনের ধারা ৬ এর অধীনে একটি ঘোষণা ২৯ মার্চ, ১৯৫৫ তারিখে কলকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু কোনও রায় ঘোষণা করা হয়নি।

৫. ১৯৭৬ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর আবেদনকারীর পূর্বসূরীদের স্বার্থে ১ থেকে ৮ নম্বর আবেদনকারী শরণার্থী পুনর্বাসন কমিশনারকে ৪৪টি প্লটের সমন্বয়ে গঠিত ১ একর জমির মূল্য সুদ সহ পরিশোধ করার অনুরোধ করেন। অতএব, আবেদনকারীদের পূর্বসূরীদের স্বার্থে ১৯৮৯ সালের সি. ও. নং ৮৩২৭ (ডাব্লু) রিট আবেদন করতে বাধ্য করা হয়েছিল, যা এই আদালতের একটি সমন্বিত বেঞ্চ দ্বারা ২৪.০৭.১৯৮৯ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল, যাতে সংশ্লিষ্ট উত্তরদাতাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে আদেশের যোগাযোগের তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে আইন অনুসারে আবেদনকারীদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, যদি ইতিমধ্যে প্রদান না করা হয়।

৬. ১৯৯১ সালে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার শরণার্থী পুনর্বাসন কমিশনারের কার্যালয়ের মাধ্যমে অধিকৃত জমির ক্ষেত্রে দখলদার/শরণার্থীদের পাট্টা/ফ্রি হোল টাইটেল দলিল (সংক্ষেপে, এফ. এইচ. টি. ডি) প্রদান করে কিন্তু সেই দুটি কার্যধারা এলডি-৫/১৯৪৯-৫০ এবং এলডি-৪৬/১৯৫৪-৫৫ সম্পূর্ণ হয়নি কোনও রায় ঘোষণা করে এবং উপরোক্ত দুটি মামলায় জড়িত জমির ক্ষেত্রে কোনও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি।

৭. এই ধরণের ঘটনার ধারাবাহিকতায়, আবেদনকারীরা W.P. নং 24050(W) of 2012 নামে আরেকটি রিট পিটিশন দাখিল করতে বাধ্য হন, যেখানে মামলা নং LD-5/1949-50 এবং LD-46/1954-55 এবং এর সাথে সম্পর্কিত প্রকাশিত ঘোষণাপত্র বাতিল করার জন্য আবেদন করা হয় এবং সেই 44টি জমির প্লটের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য আরও একটি নির্দেশনা দেওয়া হয়। রিট পিটিশনটি W.P. ২০১২ সালের ২৪০৫০(ডব্লিউ) নং অশোক কুমার দাসাধিকারি বিচারক (যেভাবে তাঁর প্রভু ছিলেন) ২১.০২.২০১৩ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করেছিলেন, যেখানে সংশ্লিষ্ট বিবাদীদের ২৩.১২.২০০৮ তারিখের প্রতিনিধিত্ব নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল আবেদনকারী বা তাদের অনুমোদিত প্রতিনিধিদের শুনানির সুযোগ দেওয়ার পরে এবং আদেশের যোগাযোগের তারিখ থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত আদেশ প্রদান করার এবং আবেদনকারীদের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে বলে প্রমাণিত হলে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

৮. ২১.০২.২০১৩ তারিখের আদেশ মেনে, ২০১৩ সালের ০৮ নম্বর একটি বিবিধ মামলা শুরু করা হয়েছিল এবং এটি ২২.১০.২০১৩ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। তবে, ২১.০২.২০১৩ তারিখের আদেশে নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও, আবেদনকারীদের কোনও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। আবেদনকারীদের ২০১৪ সালের সি. পি. এ. এন ৮৪১ নামে একটি অবমাননার আবেদন নিতে বাধ্য করা হয়েছিল যা ১৯.০৯.২০১৪ তারিখের আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল যাতে আবেদনকারীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাস হওয়া ২২.১০.২০১৩ তারিখের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। তদনুসারে, ২০১৪ সালের আরেকটি রিট আবেদন ছিল ডব্লিউ. পি. নং ৩৩১২৯ (ডাব্লু) ২২.১০.২০১৩ তারিখের আদেশকে আক্রমণ করার জন্য দায়ের করা হয়েছিল এবং ২৭.০১.২০১৫ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, শরণার্থী পুনর্বাসন অধিদপ্তরকে নির্দেশ দিয়ে উপরের রিট আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এর মধ্যে ২ নং উত্তরদাতার কাছে একটি প্রস্তাব পাঠাবে সেই আদেশের যোগাযোগের তারিখ থেকে চার সপ্তাহ এবং এই ধরনের প্রস্তাব প্রাপ্তির পরে, উত্তরদাতা নং ২-কে পরবর্তী দশ সপ্তাহের মধ্যে আইন অনুসারে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

৯. আবার '২৭.০১.২০১৫' তারিখের আদেশ ইচ্ছাকৃতভাবে লঙ্ঘনের অভিযোগ এনে, ২০১৫ সালের সি. পি. এ. এন. ৫৬০ নামে আরেকটি অবমাননার আবেদন পেশ করা হয় এবং শুনানির সময় অভিযুক্ত অবমাননকারীরা আদালতকে জানান যে ২০১৫ সালের এম. এ. টি. নং. ১৯৫৫ নামে একটি আপিল পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগ দ্বারা '২৭.০১.২০১৫' তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করার জন্য পেশ করা হয়েছিল এবং ২০১৬ সালের সিএএন ৩০৩২ থাকার আবেদনও আপিলের সাথে যুক্ত ছিল। এটি লক্ষণীয় যে পরবর্তীকালে, ২০১৫ সালের সি. পি. এ. এন. ৫৬০ অবমাননার আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হয়েছিল।

১০. যাইহোক, আপিল এবং সংশ্লিষ্ট আবেদনটি বিচারপতি সৌমেন সেনের সভাপতিত্বে এই আদালতের মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা ০৮.০৪.২০১৯ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। ০৮.০৪.২০১৯ তারিখের আদেশে দেখা গেছে যে 'টি আংশিকভাবে সঠিক যে রিট আবেদনকারীদের দ্বারা রিট আবেদনে' পি-৩ 'সংযুক্তি হিসাবে ক্ষতিপূরণের দাবি করা হয়েছে এমন সমস্ত প্লট উক্ত বিভাগ দ্বারা অধিগ্রহণ করা হয়নি'। এর পরিপ্রেক্ষিতে, আপীলে বাতিল করা আদেশটি এই পরিমাণে সংশোধন করা হয়েছিল যে 'আবেদনকারীর ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবি এবং দাবি হবে শুধুমাত্র ২২ শে অক্টোবর, ২০১৩ তারিখের আদেশ নং ১২দ্বারা আচ্ছাদিত আবেদনকারীদের প্লটের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং রিট আবেদনের সংযোজন-'পি-3'-এ উল্লিখিত অন্যান্য প্লটের ক্ষেত্রে নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন অধিদপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কালেক্টর, উত্তর ২৪ পরগণার কাছে তারিখ থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে একটি প্রস্তাব পাঠাতে এবং রাজ্যের উত্তরদাতাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে তারিখ থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে আইন অনুসারে বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে। এই ধরনের প্রস্তাব প্রাপ্তির।

১১. উত্তরদাতাদের এই ধরনের প্রস্তাব প্রাপ্তির তারিখ থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে আইন অনুসারে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ০৮.০৪.২০১৯ তারিখের আদেশের অনুলিপি প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও, এটি মেনে চলা হয়নি এবং তাই, ২০১৯ সালের ৮৮০ নম্বর অবমাননার আবেদনটি নেওয়া হয়েছিল। ১৩.০৯.২০১৯ তারিখে যখন মানহানির আবেদনটি শুনানির জন্য মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ গ্রহণ করে, তখন অভিযুক্ত অবমাননকারীরা ১২.০৯.২০১৯ তারিখের একটি চিঠি পেশ করে এবং জমা দেয় যে ০৮.০৪.২০১৯ তারিখের আদেশ বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ১২.০৯.২০১৯ তারিখের চিঠি থেকে, এটি প্রকাশ করেছে যে মহকুমা আধিকারিক, ব্যারাকপুর তার মেমো দ্বারা তারিখ ১২.০৯.২০১৯ মৌজা-নাটাগড়ের ২১.৯৭ একর জমির জন্য একটি সম্পূরক ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব পাঠিয়েছিল এলএ কালেক্টর, উত্তর ২৪ পরগণার কাছে।

১২. ০৯.১২.২০১৯ তারিখের একটি নোটিশের মাধ্যমে, এল এবং এলআর এবং আরআর এবং আর বিভাগের যুগ্ম সচিব ২০১৯ সালের ৮৮০ নম্বর অবমাননার আবেদনের আবেদনকারীদের এলআরসি এবং এলএন্ডএলআর এবং আরআর এবং আর বিভাগের প্রধান সচিবের কার্যালয়ে ১০.১২.২০১৯-এ উপস্থিত হতে বলেন। সেই তারিখে, আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে দাখিল করা নথি যাচাইয়ের পরে, তাদের কাছে একটি নোটিশ জারি করা হয়েছিল যার মাধ্যমে আবেদনকারীদের কাছে ৫৮ টাকা, ২৪৬.০১ জমা দেওয়া হয়েছিল এবং আবেদনকারীদের সেই পরিমাণ ০৪.০২.২০২০-এ গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আবেদনকারীরা ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করেননি। পরবর্তীকালে, তারা জানতে পারে যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ মুজা-নটাগড়ের ৬.২৫ একর জমির ক্ষতিপূরণের মূল্যায়ন করেছে ৫৮, ২৪৬.০১ টাকা।

১৩. ০৭.০২.২০২০ তারিখে যখন ২০১৯-এর অবমাননার আবেদনটি শুনানির জন্য নেওয়া হয়েছিল তখন অভিযুক্ত অবমাননার পক্ষে সম্মতির একটি হলফনামা দাখিল করা হয়েছিল। সম্মতির হলফনামায়, এটি রেকর্ড করা হয়েছে যে ২৮.১২.২০১৯ এবং ৩১.১২.২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত দাখিল পরিদর্শন থেকে, দেখা গেছে যে প্রস্তাবিত ৬.৬২ একরের মধ্যে শুধুমাত্র ৬.২৫ একর জমি শরণার্থী ত্রাণ বিভাগ ব্যবহার করেছে

কিন্তু ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়নি এবং বাকি ৩ হাজার ২৭ একর এলাকা ছিল নাটাগড়ের শরণার্থী ত্রাণ কলোনী থেকে। মৌজা-নটাগড়ের ৬ হাজার ২৫ একর জমির ক্ষেত্রে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছিল কিন্তু ১৯৪৮ সালের আইনের ৬ ধারার অধীনে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর্যায় পর্যন্ত তা সম্পন্ন করা হয়েছিল এবং প্রজ্ঞাপনের তারিখের বাজার মূল্যের ভিত্তিতে লটিয়াম ও অতিরিক্ত সুদের সঙ্গে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

১৪. আদালত অবমাননার আবেদনের শুনানি চলাকালীন, আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছিল যে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ মূল্যায়ন করা হয়েছিল এবং বাতিল হওয়া কার্যধারায় দরপত্র দেওয়া হয়েছিল এবং সেই অনুযায়ী, ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের জন্য একটি নতুন কার্যধারা শুরু করা প্রয়োজন ছিল কিন্তু মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ একটি আদেশের মাধ্যমে আদালত অবমাননার আবেদন নিষ্পত্তি করতে সন্তুষ্ট হয়েছিল যে আবেদনকারীর দ্বারা উত্থাপিত বিষয়টি আদালত অবমাননার আবেদনের চার কোণের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না এবং এতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল যে আদালত অবমাননার আবেদনে যে আদেশ জারি করেছে তার অর্থ এই নয় যে আবেদনকারীদের প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ আদালত গ্রহণ করেছে এবং আবেদনকারীদের আইন অনুসারে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। ০৭.০২.২০২০ তারিখের আদেশে মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চের দেওয়া স্বাধীনতা অনুসারে, বর্তমান রিট আবেদন চালু করা হয়েছে।

<u>উত্তরদাতাদের ঘটনাঃ</u>

১৫. হলফনামা-বিপক্ষে উত্তরদাতাদের পক্ষ থেকে নেওয়া প্রতিরক্ষা হল যে ১৯৪৮ সালের আইনের ধারা ৪ এর অধীনে একটি বিজ্ঞপ্তি বেশ কয়েকটি সিএস (ক্রেডেস্ট্রাল সার্ভে) প্লট অধিগ্রহণের জন্য কলকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৪৯-৫০ সালের এলএ মামলা নং এল ডি-৫ যার মধ্যে

২০২২ সালের দাব্লু.পি নং ১৬৩৪২ রিট আবেদনের অনুচ্ছেদ নং ২ -এ উল্লেখিত জমির প্লটগুলি মৌজা- নাটাগড়, যে ১৫ নং যে১৫৯ এর সিএস প্লট নং ২৯৫৯, ২৭২২, ২৮৬৯, ৩০৯২ ছাড়া, পানিহাটি পৌরসভা, জেলা-১৪ পরগণা, পি.এস.-খরদহ (বর্তমানে, পি.এস.-ঘোলা) জনসাধারণের উদ্দেশ্যে অভিবাসীদের পুনর্বাসন যারা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং ৩৫৬৪ এল.দেভ,০৩.০৪.১৯৫০ তারিখে ১৯৭৮ সালের আইনের ধারা ৬ এর অধীনে একটি বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করা হয়েছিল পূর্বোক্ত মামলার ক্ষেত্রে মামলা নং ১৯৪৯-৫০ এর এলডি-৫।

১৬. ২০১২ সালের ডব্লিউ. পি. নম্বর ২৪০৫০ (ডাব্লু)-তে পাস হওয়া ২১.০২.২০১৩ তারিখের আদেশ মেনে, ২০১৩ সালের একটি বিবিধ মামলা নম্বর ০৮ এল. এ. কালেক্টর, উত্তর ২৪ পরগনা দ্বারা শুরু করা হয়েছিল এবং এটি ২২.১০.২০১৩ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। ২২.১০.২০১৩ তারিখের আদেশ থেকে, এটি স্পষ্ট হয় যে সি. এস প্লট নম্বর ১৯৪৫,২৭৭৩,২৮২৪,২৮২২ এবং ৩০০২ আর. আর. কলোনির সারিবদ্ধকরণের বাইরে ছিল এবং তাই সেই প্লটগুলি অধিগ্রহণ করা হয়নি।

১৭. বর্তমান রিট আবেদনে উল্লিখিত প্লটগুলির মধ্যে সি. এস প্লট নম্বর ২৫০০, ২৫০৩, ২৫০৬, ২৫০৭, ২৫০৮, ২৫১৯, ২৭৮৮, ২৭৮৮, ২৬১১, ২৬২২, ২৬৭০, ২৬৯৬, ২৭২২, ২৭২৪, ২৭৭০, ২৭৭৮, ২৭৮৬, ২৭৯৭, ২৮০৬, ২৮২৫, ২৮২৯, ২৮১, ২৮৩৭ মৌজ-নাটাগড়, এফএইচটিডি-র বিষয়ে আর. আর বিভাগ কর্তৃক দখলদারদের কাছে জারি করা হয়েছিল এবং ১৯৪৮ সালের আইনের ৪ ও ৬ ধারার অধীনে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল কিন্তু প্রাসঙ্গিক সময়ে তহবিলের স্থান না দেওয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা যায়নি এবং তার তারিখের ১৯৪৮ সালের আইনের অধীনে সম্পন্ন হতে পারে।

১৮. ২০১৪ সালের সি. পি. এ. এন ৮৪১-এ আবেদনকারীকে প্রদত্ত স্বাধীনতা অনুসারে, ২০১৩ সালের বিবিধ মামলা নং. ০৮-এ গৃহীত তারিখের আদেশটি ২০১৩ সালের ডব্লিউ. পি. নং. . ২৪০৫০ (ডব্লিউ)-এ আক্রমণ করা হয়েছিল। ২০১৪ সালের ডব্লিউ. পি. নং. ৩৩১২৯ (ডব্লিউ)-এর একটি রিট পিটিশন দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শরণার্থী, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরকে একটি নির্দেশ দিয়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল যাতে এল. এ. কালেক্টর, উত্তর ২৪ পরগনার কাছে একটি প্রস্তাব পাঠানো হয় এবং এল. এ. কালেক্টরকে এই ধরনের প্রস্তাব প্রাপ্তির পরে আইন অনুসারে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য আরও নির্দেশ দেওয়া হয়।

১৯. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ২০১৫ সালের এমএটি নং ১৯৫৫ হিসাবে একটি আবেদন পছন্দ করেছিল যা একটি আদেশ পাস করে একটি আদেশ দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়েছিল যে আবেদনকারীদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবি এবং দাবি কেবলমাত্র ১২ নম্বর আদেশে উল্লিখিত প্লটের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং রিট পিটিশনের সংযুক্তি-পি-৩-এ উল্লিখিত অন্যান্য প্লটের ক্ষেত্রে নয় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শরণার্থী, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরকে এল. এ কালেক্টর, উত্তর ২৪ পরগনার কাছে একটি প্রস্তাব পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

২০. ১৯৪৮ সালের আইনের বিধান অনুসারে, শরণার্থী উপনিবেশের মধ্যে ব্যবহৃত এলাকার জন্য সংশ্লিষ্ট এল. এ কালেক্টর ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করেছিলেন এবং ১৯৪৮ সালের আইনের অধীনে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। এল. এ কালেক্টর স্মারকলিপি নম্বর ২৪০১/(৪)/এল. এ (এন)/বি. এস. টি তারিখ -এর মাধ্যমে আবেদনকারীদের পুরস্কার প্রদানের জন্য -এ অর্থ প্রদানের জন্য নোটিশ জারি করেছিলেন এবং আবেদনকারীরা যথাযথভাবে -এর মাধ্যমে একটি চেক টানা হয়েছিল এবং বিজ্ঞ রেজিস্ট্রার জেনারেল, হাইকোর্ট, কলকাতার অফিসে জমা করা হয়।

২১. ১৯৪৮ সালের আইনের ৮ নং ধারায় কেবল ১৮৯৪ সালের জমি অধিগ্রহণ আইন-১ এর ১১ নং ধারা (সংক্ষেপে, ১৮৯৪ সালের ১ নং আইন) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং প্রদত্ত ক্ষেত্রে ১৮৯৪ সালের ১ নং আইনের ১১এ ধারার বিধান প্রযোজ্য হবে না। ১৯৪৮ সালের আইনের ৮ (২) ধারায় বলা হয়েছে যে, যখন ১৯৪৮ সালের আইনের ৮ (১) ধারা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে, তখন কালেক্টর ১৮৯৪ সালের ১ম আইনের ১১ ধারায় বর্ণিত নীতি অনুসারে একটি পুরস্কার প্রদান করবেন এবং ১৮৯৪ সালের ১ম আইনের ২৩ ধারার উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত অর্থও পুরস্কারে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

২২. যখন আইনে পূর্ববর্তী কোনও আইনের বিষয়ে সাধারণ উল্লেখ থাকে, কিন্তু পূর্ববর্তী আইনের বিধানগুলির কোনও নির্দিষ্ট উল্লেখ থাকে না, তখন পরবর্তী আইনটিকে রেফারেন্স দ্বারা একটি আইন হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং এই ক্ষেত্রে, পূর্ববর্তী আইনের সংশোধনী আইনগুলি সাধারণত পরবর্তী আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, তবে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে, যখন কোনও আইনের বিধানগুলি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় এবং পরবর্তী সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তখন কেবল সেই বিধানগুলি প্রযোজ্য হয় এবং পূর্ববর্তী আইনের সংশোধনী বিধানগুলি অন্তর্ভুক্তির আইনের নীতি দ্বারা পরবর্তী আইনের অংশ হয়ে উঠবে না। সুতরাং, অন্তর্ভুক্তির নীতি অনুসারে, ১৮৯৪ সালের ১ম আইনের ১১এ ধারা ১৯৪৮ সালের আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না এবং শুধুমাত্র ১৮৯৪ সালের ১ম আইনের ১১ ও ২৩ ধারার বিধানগুলি ১৯৪৮ সালের আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে মনে করা হবে।

২৩. ১৯৪৮ সালের আইনের অধীনে শুরু হওয়া মামলাটি বাতিল করা হয়নি এবং ২০১৩ সালের XXX আইনের বিধানগুলি বর্তমান ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। ২০১৩ সালের আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে, ১৮৯৪ সালের আইন ২০১৩ সালের আইনের ১১৪ ধারার বিধানের ভিত্তিতে রহিত করা হয়েছে কিন্তু ১৯৪৮ সালের আইনটি খুবই জীবন্ত এবং প্রদত্ত রায়ে ঘোষিত রায় বৈধ।

<u>আবেদনকারী কর্তৃক ব্যবহৃত হলফনামার- বিষয়বস্তু:</u>

২৪. ২০১৩ সালের ০৮ নম্বর বিবিধ মামলার নিষ্পত্তি করতে গিয়ে এল. এ কালেক্টর ১ নম্বর আই. ডি. পাস করার সময় সি. এস প্লট সংখ্যা ১৯৪৫,২৭৭৩,২৮২৪,২৮২২ এবং ৩০৯২ অন্তর্ভুক্ত করেননি, তবে সেই সমস্ত প্লট ১৯৪৮ সালের আইনের ৪ ধারার অধীনে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনে এবং ১৯৪৮ সালের আইনের ৬ ধারার অধীনে প্রকাশিত ঘোষণাপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এবং তাই, ১ নম্বর আই. ডি.-এর আদেশে করা পর্যবেক্ষণ যে সেই প্লটগুলির জন্য অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া যার জন্য এফ. এইচ. টি. ডি জারি করা হয়েছিল এবং ১৯৪৮ সালের আইনের ৪ ও ৬ ধারার অধীনে বিজ্ঞপ্তি ও ঘোষণা প্রকাশিত হতে পারে তা ভুল।

২৫. ১৯৪৮ সালের আইনের ৪ ও ৬ ধারার অধীনে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনির্দিষ্টকালের জন্য বৈধ থাকতে পারে না। ১৯৮৪ সালের সংশোধনী আইন দ্বারা, ১৮৯৪ সালের ১ম আইনের বিভিন্ন বিধান সংশোধন করা হয়েছিল এবং ১৮৯৪ সালের ১ম আইনে ১১এ ধারা যুক্ত করা হয়েছিল। ১৯৪৮ সালের আইনের ৮ম ধারার বিধান অনুসারে, ১৮৯৪ সালের ১ম আইনের ১১এ ধারা ১৯৪৮ সালের আইনে পড়া উচিত এবং ১৮৯৪ সালের ১ম আইনের ১১এ ধারার বিধান অনুসারে, ১৯৪৮ সালের আইনের অধীনে শুরু হওয়া মামলাটি বাতিল হয়ে যায়।

২৬. ১৯৪৯-৫০-এর মামলা নং. এলডি-৫-এর ক্ষেত্রে কোনও রায় ঘোষণা করা হয়নি এবং প্রক্রিয়া নং. ২৪৯১ (৪)/এলএ (এন)/বিএসটি তারিখের -এর অধীনে প্রকাশিত বাতিল বিজ্ঞপ্তি এবং ১৯৪৮ সালের আইনের ধারা ৪ এবং ৬ এর অধীনে প্রকাশিত বাতিল বিজ্ঞপ্তি এবং ঘোষণার ভিত্তিতে ৬.২৫ একর জমির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের মূল্যায়নও আইনে খারাপ।

<u>আবেদনকারীদের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন:</u>

২৭. আবেদনকারীদের আইনজীবী শ্রী. বেরা যুক্তি দেখান যে ১৯৪৮ সালের আইনের ৮ নং ধারা রাজ্য সরকারকে ১৯৪৮ সালের আইনের ৬ নং ধারার অধীনে একটি ঘোষণা করার পরে জমি অধিগ্রহণের ক্ষমতা দেয়। তিনি বলেন যে ঘোষণা প্রকাশের পরে, ১৮৯৪ সালের ১ম আইনের ৭ থেকে ১১ ক ধারার বিধান সহ ১৮৯৪ সালের ১ম আইনের বিধানগুলি, যতদূর সম্ভব, পুরস্কার ঘোষণা এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রযোজ্য হবে। তিনি দাবি করেন যে প্রদত্ত ক্ষেত্রে, ১৯৪৮ সালের আইনের ৪ ধারার অধীনে বিজ্ঞপ্তি এবং ১৯৪৮ সালের আইনের ৬ ধারার অধীনে ঘোষণাটি প্রকাশিত হয়েছিল ৮ ই মার্চ, ১৯৪৯ এবং ৬ ই এপ্রিল, ১৯৫০ যথাক্রমে ১৯৪৯-৫০ সালের এলডি-৫ নং ক্ষেত্রে কিন্তু ভূমি অধিগ্রহণ (সংশোধন) আইন, ১৯৮৪ শুরু হওয়ার পর থেকে দুই বছরের মধ্যে কোনো পুরস্কার ঘোষণা না হওয়ায় উভয় বিজ্ঞপ্তিই আইনের ক্রিয়াকলাপে ব্যর্থ হয়েছে যা ২৪ শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ থেকে কার্যকর হয়েছিল এবং ফলস্বরূপ, ১৯৪৯-৫০ সালের এলডি-৫ নং মামলাটিও বাতিল হয়ে যায়।

২৮. শ্রী. বেরার মতে, জমি অধিগ্রহণের কার্যধারা শতাব্দী ধরে জীবিত থাকতে পারে না এবং ১৯৪৮ সালের আইনের ৪ ও ৬ ধারার অধীনে জারি করা এবং/অথবা প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি ও ঘোষণা অনির্দিষ্টকালের জন্য জীবিত থাকতে পারে না। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ১৮৯৪ সালের ১ম আইনের ১১এ ধারার কারণে কার্যধারাটি শেষ হয়ে গিয়েছিল। এল. এ. কালেক্টর একটি বাতিল কার্যধারায় ক্ষতিপূরণের মূল্যায়ন করেছেন। তাঁর মতে, ১৯৪৮ সালের আইনটিকে রেফারেন্সের মাধ্যমে আইন হিসাবে বিবেচনা করা হবে। এই ধরনের দাখিলকে আরও জোরদার করার জন্য, তিনি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্যরা - বনাম- আজিমান বিবি এবং অন্যান্যরা (২০১৬) ১৫ এসসিসি ৭১০-এ রিপোর্ট করা অন্যান্যদের ক্ষেত্রে দেওয়া রায়ের উপর নির্ভর করেন। তিনি দাখিল করেছেন যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য - বনাম- আজিমান বিবি এবং অন্যান্যদের (উপরে) রায়ের বিষয়ে একটি পর্যালোচনা আবেদন এবং একটি কিউরেটিভ পিটিশন / নিরাময়মূলক আবেদন দায়ের করা হয়েছিল।

কিন্তু সেই দুটি আবেদন সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করে দিয়েছে। তিনি পুনর্বিবেচনা ও কিউরেটিভ পিটিশনের / নিরাময়মূলক আবেদন উপর পাস করা আদেশগুলি উপস্থাপন করেন। শ্রী. বেরা আরও অনুরোধ করেছিলেন যে, ২০১৩ সালের আইনটি জারি করার সাথে সাথে ১৮৯৪ সালের ১ম আইনটি বাতিল করা হয়েছে যা ২০১৩ সালের ১ম আইনের অধীনে কার্যকর হয়েছিল এবং তাই, ১ম আইডির পরে এবং পরে, ১৮৯৪ সালের ১ম আইনের বিধানগুলি ২০১৩ সালের ১ম আইনের অধীনে শুরু হওয়া কার্যধারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না এবং ২০১৩ সালের আইনের ২৪ নং ধারার অধীনে সংরক্ষিত কার্যধারা ব্যতীত। ফলস্বরূপ, উত্তরদাতাদের জন্য একমাত্র উন্মুক্ত পথ হল ২০১৩ সালের আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানের অধীনে একটি নতুন কার্যধারা শুরু করে পুরস্কার ঘোষণা করা।

<u>উত্তরদাতাদের দ্বারা উত্থাপিত বিষয়বস্তু:</u>

২৯. জবাবে, বিরোধী পক্ষের হলফনামার ১৫,১৬ এবং ১৭ নম্বর প্যারাগ্রাফের বিষয়বস্তুর দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাজ্যের বিদ্বান আইনজীবী শ্রী. ডে কঠোরভাবে যুক্তি দেখান যে ১৯৪৮ সালের আইনটি অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে একটি আইন হিসাবে বিবেচিত হবে এবং কেবল ১৮৯৪ সালের প্রথম আইনের ১১ এবং ২৩ ধারার বিধানগুলি ১৯৪৮ সালের আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে মনে করা হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ১৮৯৪ সালের প্রথম আইনের সংশোধনী বিধানগুলি অর্থাৎ এর ধারা ১১ক কখনই ১৯৪৮ সালের আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। তাঁর মতে, অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াটি বাতিল হয়ে গেছে বলে দাবি করা যায় না। তিনি যুক্তি দেখান যে আজিমান বিবির (উপরোক্ত) রায়টি তথ্যের ভিত্তিতে আলাদা করা যায়। তিনি আরও দাবি করেছেন যে এলএ কালেক্টর ১৯৪৮ সালের আইনের ধারা ৪ এর অধীনে নোটিশ প্রকাশের তারিখে প্রচলিত বাজার মূল্য অনুসারে ক্ষতিপূরণের মূল্যায়ন করেছেন এবং সমস্যাটি পুনরায় দেখার সুযোগ নেই।

আদালতের পর্যবেক্ষণ:

৩০. স্বীকার করতেই হবে যে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) থেকে স্থানান্তরিত অভিবাসীদের বসতি স্থাপনের জন্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য একটি বিশাল জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৪৮ সালের আইনের ৪ ধারার অধীনে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। আবেদনকারীর দাবি, ৮ মার্চ, ১৯৪৯ তারিখে কলকাতা গেজেটে এই ধরণের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল। বিবাদীরা এই সত্য অস্বীকার করেননি। তবে, ১৯৪৮ সালের আইনের ৬ ধারার অধীনে একটি ঘোষণা ৬ এপ্রিল, ১৯৫০ তারিখে কলকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল যেখানে ১৯৪৯-৫০ সালের এলএ মামলা নং এলডি-৫ এর সাথে সম্পর্কিত মৌজা-নাটাগড়, সোদপুর এবং ঘোলার ৩২৯.৪৩ একর জমির একটি বিশাল অংশকে অবহিত করা হয়েছিল।

৩১. এই মামলায়, অধিগ্রহণ কার্যক্রমে জড়িত জমির পরিমাণ নিয়ে বিরোধ ছিল। প্রাথমিকভাবে, ১৭.০৯.১৯৯৬ তারিখে একটি প্রতিনিধিত্ব করে আবেদনকারীর পূর্বসূরী নং ১ থেকে ৮ নং স্বার্থে মৌজা-নাটাগড়ের ৪৪ (চৌদ্দ) প্লট সমন্বিত ১০.৯১ একর জমির মূল্য দাবি করেছিলেন। পরিশেষে, ২০১৩ সালের W.P. নং ২৪০৫০ (W) -এ প্রদত্ত ২১.০২.২০১৩ তারিখের আদেশ অনুসারে, এল.এ. কালেক্টর ২০১৩ সালের ০৮ নং বিবিধ মামলা শুরু করেন যা ২২.১০.২০১৩ তারিখের ১২ নং আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়।

৩২. ২০১৫ সালের এমএটি নং ১৯৫৫-এর আপিলটি ০৮.০৪.২০১৯ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল যে আবেদনকারীদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবি এবং দাবি ২২.১০.২০১৩ তারিখের ১২ নং আদেশের আওতায় থাকা আবেদনকারীদের প্লটের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। ০৮.০৪.২০১৯ তারিখের আদেশে করা এই ধরনের পর্যবেক্ষণ আবেদনকারীদের দ্বারা আপত্তি করা হয়নি

এবং ফলস্বরূপ, ২০১৫ সালের এমএটি নং ১৯৫৫-এ এই মর্মে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে 'আবেদনকারীদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবি এবং দাবি কেবলমাত্র ২২.১০.২০১৩ তারিখের ১২ নং আদেশের আওতায় থাকা আবেদনকারীদের প্লটের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

৩৩. পরবর্তী এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যা নির্ধারণের প্রয়োজন তা হল ১৯৪৯-৫০-এর এল. এ মামলা নং. এল. ডি কেস নং. ০৫-এর মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে কিনা।

৩৪. এই ধরনের বিতর্কের রূপরেখায় প্রবেশ করার আগে, ২০১৩ সালের ০৮ নম্বর বিবিধ মামলায় পাস হওয়া '২২.১০.২০১৩' তারিখের আদেশটি পুনর্বিবেচনা করা লাভজনক হবে। যৌথ তদন্ত থেকে জানা গেছে যে, রিট পিটিশনে উল্লিখিত সমস্ত সিআইএস প্লট ২০১৩ সালের ডব্লিউ. পি. নম্বর ২৪০৫০ (ডব্লিউ) এবং '১৯.০৪.২০১৩', '০৬.০৮.২০১৩' এবং '১৬.০৭.২০১৩' তারিখের পিটিশনে উল্লিখিত সমস্ত সিআইএস প্লট সি. এস. প্লট নম্বর ২৮০৫ এবং ২৮২১ ব্যতীত পাকা/আধা পাকা কাঠামো নির্মাণ করে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা ব্যবহার করা হয়েছিল। আর. আর. কলোনির সারিবদ্ধকরণের বাইরে থাকা 'সি.এস.প্লট' গুলি অধিগ্রহণ করা হয়নি। 'সি.এস.প্লট' নম্বর ২৬০৪ এবং 'আর. আর.' এর বিন্যাসে ২৬৩৬৩ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। উপনিবেশ ছিল কিন্তু অধিগ্রহণ করা হয়নি। কিছু সি. এস প্লট অধিগ্রহণ করা হয়েছিল এবং রায় ঘোষণা করা হয়েছিল এবং অর্থ প্রদান করা হয়েছিল। আর. আর. ও. আর. বিভাগ দখলদারদের কাছে এফ. এইচ. টি. ডি জারি করেছিল কিন্তু অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়নি এবং এল. এ মামলাগুলির তদন্তের পরে, ১৯৪৮ সালের আইনের অধীনে ৪ ও ৬ ধারার অধীনে বিজ্ঞপ্তিগুলি কিছু জমির প্লট সম্পর্কিত প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু রায় দেওয়া হয়নি। ২২.১০.২০১৩ তারিখের আদেশে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে 'যে প্লটগুলির জন্য ধারা ৪ এবং ধারা ৬ প্রকাশিত হয়েছে। এল. ডি. পি আইন, ১৯৪৮ দ্বারা সেই প্লটগুলির অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যেতে পারে। এলডিপি আইন, ১৯৪৮ এবং বাকি প্লটগুলি যদি থাকে তাহলে অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। আইন-I, ১৮৯৪ যার জন্য আর.আর. বিভাগ কর্তৃক প্রস্তাব জমা দিতে হবে।

৩৫. মহকুমা কর্মকর্তা কর্তৃক জারি করা ১২.০৯.২০১৯ তারিখের স্মারকলিপি নং ১৯০(৩) /BKP/R-তে বলা হয়েছে যে মৌজা-নাটাগড়ের ২১.৯৭ একর জমির জন্য একটি সম্পূরক ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব এল.এ. কালেক্টরকে দেওয়া হয়েছিল। তবে, মহকুমা কর্মকর্তা কর্তৃক জারি করা ১১.৬.২০১৯ তারিখের স্মারকলিপি নং ৯৪/BKPR-তে বলা হয়েছে যে অধিগ্রহণ প্রস্তাবে মৌজা-নাটাগড়ের ৬.৬২ একর জমির কিছু সি.এস.প্লট অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একটি নিশ্চিতকরণ চাওয়া হয়েছিল।

৩৬. তবে, ২২.১০.২০১৩ তারিখের আদেশ থেকে, এটি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে ১৯৪৯-৫০ সালের এলএ মামলা নং এলডি-৫ সম্পর্কিত ১৯৪৮ সালের আইনের ধারা ৪ এবং ৬ এর অধীনে যে প্লটগুলির বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল, সেগুলির রায় ঘোষণা করা হয়নি।

৩৭. বর্তমান রিট আবেদনের শুনানির সময়, শ্রী বেরা কঠোরভাবে যুক্তি দেখান যে ১৯৪৮ সালের আইনের ৮ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে, ১৯৪৮ সালের ১ ধারার ৬ ধারার অধীনে ঘোষণার পরে, ১৮৯৪ সালের ১ ধারার বিধানগুলি প্রযোজ্য হবে এবং ফলস্বরূপ, ১৮৯৪ সালের ১ ধারার ১১এ ধারা হিসাবে সংশোধনী বিধানটিও প্রযোজ্য হবে। শ্রী দে এই দাবি পুনর্ব্যক্ত করে বলেন যে এটি অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে একটি আইন এবং রেফারেন্স দ্বারা আইন নয়। ফলস্বরূপ, শুধুমাত্র ১৮৯৪ সালের ১ আইনের ১১ এবং ২৩ ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং সংশোধনকারী বিধান, যেমন ধারা ১১এ প্রযোজ্য হবে না।

৩৮. অতএব, বিতর্কটি এই প্রশ্নের উপর কেন্দ্রীভূত ছিল যে, ১৯৪৮ সালের আইনের অধীনে শুরু হওয়া অধিগ্রহণ কার্যধারায় ১৮৯৪ সালের আইন-১-এর ধারা ১১এ-এর বিধান প্রযোজ্য হবে কি না। এটি লক্ষণীয় যে, এই বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য নয়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্যরা বনাম আজিমন বিবি ও অন্যান্যরা (উপরে)-এর ক্ষেত্রে, ১৯৪৮ সালের আইনের ধারা ৪-এর অধীনে অধিগ্রহণ কার্যধারা শুরু করা হয়েছিল। ১৯৪৮ সালের আইনের ধারা ৬-এর অধীনে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনে, জমি উত্তরদাতা জমির মালিকদের মধ্যে বাদ দেওয়া হয়েছিল। এর পরে, ত্রুটি-বিচ্যুতি ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল

কিন্তু ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি বা তা নির্ধারণ করা হয়নি যদিও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ১৯৮০ সালে জমিটি দখল করে নেয় এবং এমনকি জমিটি জনসাধারণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছিল। তথ্যের এই ক্রমানুসারে, মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট সন্তুষ্ট ছিল যে যদিও বর্তমান মামলায় অধিগ্রহণের প্রক্রিয়াটি ১৮৯৪ সালের আইন-। এর ধারা ১১-ক সংবিধিতে সন্নিবেশ করার আগে শুরু হয়েছিল, তবে ধারা -১১ক-এর বিধানটি প্রযোজ্য হবে। অধিগ্রহণ (সংশোধনী) আইন, ১৯৮৪ কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে দুই বছরের মধ্যে একটি রায় দেওয়ার অনুমতি দেবে এবং ধারা ১১ক এর বিধানটি ভূমি অধিগ্রহণ (সংশোধন) আইন, ১৯৮৪ অর্থাৎ ২৪.০৯.১৯৮৪ থেকে কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে দুই বছরের মধ্যে একটি রায় প্রদানের অনুমতি দেয় এবং তাই, রায়টি সর্বশেষতম দ্বারা সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬ পর্যন্ত করা যেতে পারে এবং যেহেতু, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬-এর মধ্যে এ জাতীয় কোনও রায় দেওয়া হয়নি, তাই অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াটি শেষ হয়ে গেছে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং নতুন অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া অবহিত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

৩৯. এই ক্ষেত্রে ১৯৪৮ সালের আইনের ৪ নং ধারার অধীনে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছিল এবং ১৯৪৮ সালের আইনের ৬ নং ধারার অধীনে ঘোষণাটি ৬ই এপ্রিল, ১৯৫০-এ কলকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল এবং অনুমান (সংযুক্তি-পি/১৭) অনুসারে জমির দখল নেওয়া হয়েছিল এবং বিভিন্ন ধারায় জারি করা আদেশ থেকে। ২০১৩ সালের মামলা নং ০৮-এ স্পষ্ট যে, ২০১৩ সালেও, যে জমির জন্য ৪ নং ধারার অধীনে বিজ্ঞপ্তি এবং ৬ নং ধারার অধীনে ঘোষণা প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলির ক্ষেত্রে রায় দেওয়া হয়নি এবং তাই ২০২০ সালে ক্ষতিপূরণের মূল্যায়ন করা হয়েছিল।

৪০. ১৯৪৮ সালের আইনের ৮ নং ধারায় ১৯৪৮ সালের আইনের অধীনে শুরু হওয়া অধিগ্রহণ কার্যধারায় ১৮৯৪ সালের ১ নং আইনের প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে এবং ১৯৪৮ সালের আইনের ৮(১) ধারায় বলা হয়েছে যে ধারা ৬ এর অধীনে একটি ঘোষণা করার পরে রাজ্য সরকার জমি অধিগ্রহণ করতে পারে এবং তারপরে ভূমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪ এর বিধানগুলি, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য হবে

এবং ১৯৪৮ সালের আইনের ৮ (২) ধারায় বলা হয়েছে যে, যখন উপ-ধারা (১)-এর অধীনে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে, তখন কালেক্টর উক্ত আইনের ১১ ধারায় বর্ণিত নীতি অনুসারে একটি রায় প্রদান করবেন, [এবং উক্ত আইনের ২৩ ধারার উপ-ধারা (২)-এ উল্লিখিত পরিমাণও রায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হবে] যেখানে ১৮৯৪ সালের ১ নং আইনের ১১ক ধারায় বলা হয়েছে যে, কালেক্টর ঘোষণা প্রকাশের তারিখ থেকে দুই বছরের মধ্যে ১১ ধারার অধীনে একটি রায় প্রদান করবেন এবং যদি সেই সময়ের মধ্যে কোনও রায় দেওয়া না হয়, তবে জমি অধিগ্রহণের সম্পূর্ণ কার্যধারা বাতিল হয়ে যাবে; তবে শর্ত থাকে যে, ১৯৮৪ সালের সংশোধনী আইন শুরু হওয়ার দুই বছরের মধ্যে যে ক্ষেত্রে উক্ত ঘোষণাটি প্রকাশিত হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণের জন্য একটি রায় প্রদান করা হবে। উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই যে, জমি অধিগ্রহণ (সংশোধনী) আইন, ১৯৮৪ দ্বারা ১৮৯৪ সালের ১ম আইনে ১১এ ধারাটি যুক্ত করা হয়েছিল। ১৯৪৮ সালের আইন এবং ১৮৯৪ সালের ১ম আইনের বিধান এবং উভয় মামলার বাস্তব ম্যাট্রিক্স বিবেচনা করে, আমি বিবেচনা করছি যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্যদের-আজিমন বিবি ও অন্যান্যদের (উপরে উল্লিখিত) রায়ে বর্ণিত প্রস্তাবটি হাতে থাকা মামলার ক্ষেত্রে পুরোপুরি প্রযোজ্য এবং এই রায়ের অনুপাত অনুসারে, ১৮৯৪ সালের ১ম আইনের ১১এ ধারার বিধান ১৯৪৮ সালের আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪১. প্রদত্ত ক্ষেত্রে, ১৮৯৪ সালের আইন-১ এর ধারা ১১ক অনুসারে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সর্বশেষ ১৯৮৬ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে রায় দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু স্বীকার করতে হবে যে, এই ধরণের কোনও রায় দেওয়া হয়নি। উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই যে, ২০১৩ সালের ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও পুনর্বাসনে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ এবং স্বচ্ছতার অধিকার আইনের ধারা ১১৪ অনুসারে, ১.১.২০১৪ তারিখ থেকে ১৮৯৪ সালের ভূমি অধিগ্রহণ আইন-১ বাতিল করা হয়েছে।

উপসংহার:

৪২. এই ধরনের কালানুক্রমিক ঘটনাগুলিতে, একটি অপ্রতিরোধ্য উপসংহার রয়েছে যে ৪ নং ধারার অধীনে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সাথে শুরু হওয়া অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া এবং ১৯৪৮ সালের আইনের ৬ নং ধারার অধীনে প্রকাশিত ঘোষণা যথাক্রমে এলএ মামলা নং ১৯৪৯-৫০ এর এলডি-৫ বাতিল হয়ে গেছে। যেহেতু আবেদনকারীদের জমি ব্যবহার করা হয়েছে, তাই উত্তরদাতাদের ২০১৩ সালের আইন অনুযায়ী নতুন করে অধিগ্রহণের বিষয়ে অবহিত করতে হবে।

আদেশঃ

৪৩. ক্ষতিপূরণের মূল্যায়ন এবং/অথবা প্রাক্কলন (সংযুক্তি-পি-১৭) এবং/অথবা বাতিল করা হয়েছে। ১৯৪৮ সালের আইনের অধীনে শুরু হওয়া অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াটি মামলা নং. এলডি-৫ এর অধীনে শেষ হয়ে গিয়েছিল। ২০১৩ সালের ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও পুনর্বাসন আইনের ন্যায্য ক্ষতিপূরণ ও স্বচ্ছতার অধিকারের প্রাসঙ্গিক বিধান অনুসারে আরও একবার অধিগ্রহণের বিষয়ে অবহিত করার জন্য পদক্ষেপ নিতে এবং ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করতে এবং আগ্রহী ব্যক্তিদের দ্রুত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তবে এই আদেশের একটি অনুলিপি প্রাপ্তির তারিখ থেকে আট মাসের মধ্যে নয়। উত্তরদাতারা কলকাতা হাইকোর্টের জ্ঞাত রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে জমা হওয়া অর্থের পরিমাণ, যদি থাকে, তার উপর অর্জিত সুদ সহ প্রত্যাহার করতে পারেন।

৪৪. এই পর্যবেক্ষণ এবং আদেশের সাথে, ২০২২ সালের রিট আবেদনটি ডব্লিউপিএ ১৬৩৪২ এর নিষ্পত্তি করা হয়েছে, তবে খরচের বিষয়ে কোন আদেশ ছাড়াই।

৪৫. আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এই রায় এবং আদেশের একটি সার্ভার কপির ভিত্তিতে পক্ষগুলি পদক্ষেপ নিতে পারবে।

৪৬. আবেদন করা হলে, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর পক্ষগুলিকে এই রায়ের জরুরি জেরক্স সার্টিফাইড ফটোকপি প্রদান করতে হবে।

(বিচারপতি পার্থ সারথি চ্যাটার্জি)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal